কালের কণ্ঠ ২৭.০৭.১৭

রাজধানীর এয়ারপোর্ট রোডে রেডিসন হোটেলের সামনে এমন নির্দেশনা শোভা পাচ্ছে। ছবি : সংগৃহিত

‘পানির নিচে রাস্তা ভালো’ তবু দুর্ভোগে নগরবাসী

আপেল মাহমুদ ▷

রাজধানীর বিমানবন্দর থেকে বনানীর দিকে আসতে র‍্যাডিসন হোটেলসংলগ্ন ফ্লাইওভারের মুখে লাগানো একটি সাইনবোর্ড নিয়ে গতকাল বুধবার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক ব্যবহারকারীরা সরব হয়ে ওঠে। ঢাকা মহানগর পুলিশের ট্রাফিক উত্তর বিভাগের পক্ষ থেকে লাগানো ওই সাইনবোর্ডে লেখা রয়েছে—‘পানির নিচে রাস্তা ভালো’।

সাংবাদিক ও রপ্তার নুর সিদ্দিকী সাইনবোর্ডটির একটি ছবি তুলে ফেসবুক পাতায় পোস্ট করার পর তা ছড়িয়ে পড়ে। গাড়ির চালকদের উদ্দেশে লাগানো এই সাইনবোর্ডকে কেউ কেউ ইতিবাচক হিসেবে দেখলেও কেউ কেউ আবার ব্যঙ্গাত্মক দৃষ্টিতে দেখেছেন।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে ঢাকা মহানগর পুলিশের ট্রাফিক উত্তর বিভাগের উপকমিশনার প্রবীর কুমার রায় কালের কণ্ঠকে বলেন, গাড়িচালকদের সচেতন করার জন্য এটি করা হয়েছে। তিনি জানান, বৃষ্টির কারণে পানি জমে যাওয়ায় চালকরা ভয়ে ওই অংশ এড়িয়ে চলতেন। এতে সড়কে যানজট লেগে যেত। এ অবস্থার দূর করতেই ওই সাইনবোর্ড লাগানো হয়েছে, যাতে চালকরা বুঝতে পারেন যে ওই অংশ দিয়ে গেলেও বিপদে পড়ার আশঙ্কা নেই। তাতে গাড়ির চলাচল স্বাভাবিক রাখা যাচ্ছে।

তবে ওই সাইনবোর্ডে বৃষ্টিতেই রাজধানীবাসীর নাকাল হওয়ার অবস্থা ফুটে উঠেছে বলে অনেকে মন্তব্য করেছেন। গতকাল সরেজমিনে গিয়েও দুর্ভোগের চিত্র দেখা গেছে।

চাকরিজীবীরা ঠিকমতো অফিসে যেতে পেরেছেন কি না তা দেখতে ঢাকা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে গিয়ে দেখা যায়, গুরুত্বপূর্ণ একটি শাখার কর্মী মতিউর রহমানের টেবিলের সামনে দুপুর দেড়টার দিকে অনেক মানুষের ভিড়। কিন্তু তিনি আসতে পারেননি। পরে জানা গেল, শাহজাহানপুর বিলপাড়ের মতিউর রহমানের বাড়ির চারপাশে এবং রাস্তায় কোমরপানি। তিনি বাসা থেকে বের হতে পারছেন না।

মতিউর রহমানের মতো ওই অফিসের বেশ কয়েকজন কর্মকর্তা-কর্মচারী একই কারণে গতকাল অফিসে আসতে পারেননি।

শাহজাহানপুরের পাশের রাজারবাগ, মালিবাগ ও শান্তিনগর এলাকা ঘুরেও জলাবদ্ধতা দেখা গেছে। রাজারবাগ মোড়ে রিকশা উল্টে পড়ে যায় মিয়া নামের প্রথম শ্রেণির এক ছাত্র ও তার মা সাফিয়া খাতুন। পরে কথা হলে সাফিয়া ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, ‘আমরা মা-বাপ ছাড়া শহরে বাস করছি। কোথাও কোনো নিরাপত্তা নেই। সামান্য বৃষ্টি হলেই প্রায়ই ছেলেকে নিয়ে এমন পরিস্থিতিতে পড়তে হচ্ছে।’

উত্তরা মডেল টাউন লাগোয়া ফায়দাবাদ, কসাইবাড়ি, গাওয়াইর ও মোল্লাটেক এলাকার অবস্থা আরো নাজুক। ঝুঁকি নিয়ে খালি পায়ে যাতায়াত করতে হয়। রিকশায় উঠলে যেকোনো সময় পড়ে যাওয়ার শঙ্কা। আর পড়ে গেলে ময়লা দুর্গন্ধযুক্ত পানিতে হাবুডুবু খেতে হয়।

গাওয়াইর তেঁতুলতলার বাসিন্দা মনা বলেন, ‘ময়লা-আবর্জনাযুক্ত পানির কারণে দম বন্ধ হয়ে যাওয়ার মতো অবস্থা। যেভাবে এলাকায় জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়েছে তা থেকে পরিত্রাণ পেতে কত দিন সময় লাগে কে জানে?’